তারিখ ... 18 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

ব্র্যাকের সাথে বসার প্রশ্নই আসে না

রক্ত দিয়ে হলেও ব্র্যাকের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে

–শিক্ষক সমিতি ও অন্য নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের নামে দেশ বিরোধী আমলাদের সাথে নিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের চক্রান্ত বাস্তবায়নের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন প্রাথমিক শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেন, সরকারী শিক্ষকদের দাবী সরকারের কাছে। সুতরাং সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা সমাধানের পৃঃ২ঃকঃ২

রক্ত দিয়ে হলেও ব্র্যাকের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের ভূমিকা রাখার কোন অবকাশ নেই। ব্র্যাক এ সমস্যা সমাধানের কোন কর্তৃপক্ষ নয়। ব্র্যাক কর্মকর্তাদের সাথে চা চক্রে বসার কোন প্রশ্নই আসে না। নেতৃবৃন্দ রক্ত দিয়ে হলেও ব্র্যাকের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে শিক্ষক সমাজ ও দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকার আহবান জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ ব্র্যাকের সাথে সরকারের চুক্তি বাতিলের দাবীতে ঘোষিত সকল কর্মসূচী সফল করার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ নুরুল আবছার ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান একযুক্ত বিবৃতিতে ব্র্যাক প্রদত্ত চা চক্রের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, ব্র্যাক প্রাথমিক শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের কর্তৃপক্ষ নয়। প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব একমাত্র সরকারের।

নেতৃদ্বয় বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা ব্র্যাকের চিন্তার চেয়ে অনেক উন্নত। প্রাথমিক বৃত্তি ও সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলসহ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক। এমতাবস্থায় ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রামের বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষাকে এনজিওকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। অথচ ব্র্যাক প্রাথমিক শিক্ষকদের ঐক্য নিয়ে চক্রান্ত করছে এবং সংবাদপত্রে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। ব্র্যাকের প্যাকেজ কর্মক্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুধু ২৫টি উপজেলায় সীমাবদ্ধ নয়। সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক, অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটিসহ সুশীল সমাজ সম্পৃক্ত হয়েছে। নেতৃদ্বয় অবিলম্বে ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিল করার আহ্বান জানান। অন্যথায় বিদ্যমান কর্মসূচীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ঐ আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিবে। নেতৃদ্বয় ব্র্যাকের চক্রান্তের বিষয়ে সজাগ থাকতে শিক্ষক সমাজ ও দেশ প্রেমিক জনগণের প্রতি সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর এনজিও কর্তৃত্বের সরকারী পত্রের প্রত্যাহার, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ২০% মহার্ঘভাতা প্রদান, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের চাকরি জাতীয়করণসহ ৮ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ঘোষিত কর্মসূচী ১৮ জুন সারাদেশের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও মহাসচিব মনজুর আলী, কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় নেতা গোলাম মোস্তফা, মোঃ মহি উদ্দিন খোন্দকার, আবদুস ছাত্তার, মাহবুবুর রহমান হাবিব, সোলেমান বাবুল, জেবুন নাহার, একরামুল হক বাবলু বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে ব্র্যাকের কর্মকর্তাদের বসার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিভিন্ন ভাবে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে শিক্ষকদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা কখনো সফল হবে না। শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ মনে করেন ঘোষিত কর্মসূচী সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারই তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। ব্র্যাকের সাথে শিক্ষক সমাজ আলোচনায় বসবে কেন? শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষায় বলেছেন, আমরা আরো স্পষ্ট বলতে চাই, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছেন। সুতরাং সরকারই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য। কোন ছলছুতায় ব্র্যাকের আখের গোছানোর কোন ষড়যন্ত্রই শিক্ষক সমাজ বাস্তবায়ন হতে দিবে না। নেতৃবৃন্দ ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা-উপজেলা নেতৃবৃন্দের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের আমীর প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ আনওয়ার উল্লাহ ও সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আজিজুল হক মুরাদ এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার সরকারের পদক্ষেপ একটি অশুভ ইঙ্গিত বহন করে। তারা বলেন, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করার জন্য এসে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গ্রাস করেছিল। দুশ বছর গোলামীর পর বিগত ৬০ বছরে দু'বার স্বাধীনতা লাভ করেও আমরা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাদর্শন, আইন কাঠামো ও চিন্তাদর্শনের স্বাধীন হতে পারিনি। এখন নতুন করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট সংস্থা ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়া, এনজিওদের পরামর্শে বিরোধী নারী নীতি প্রণয়ন, পশ্চিমা কূটনীতিকদের আমাদের রাজনীতির নিয়ে অতিরিক্ত মাথামাথি দেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর করে সার্বভৌমত্ব গ্রাস করার নতুন কোন চক্রান্ত কিনা তা সচেতন দেশবাসীকে ভেবে দেখতে হবে।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ব্র্যাক একটি ইসলাম বিরোধী সংস্থা। তাদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিলে তারা কোমল মতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামী চেতনা বিমুখ করে তুলবে; এই সুযোগে তাদেরকে সুকৌশলে ধর্মান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হবে। এবং অতঃপর সেভেন সিষ্টারসহ বাংলাদেশকে নিয়ে একটি খৃষ্টরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থা দখল করে তাদের ষড়যন্ত্র যোল কলায় পূর্ণ করতে চায়। সুতরাং রক্ত দিয়ে হলেও দেশবাসীকে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে।